দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 27 APR 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষাঙ্গন

চাই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ

একটি দেশের ছাত্ররাই হলো জাতির বিবেক। দেশ গড়ার কারিগর। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ছাত্ররাই হচ্ছে সে দেশের আশা-ভরসা। সে দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু বাংলাদেশ নয় এই উপমহাদেশে ছাত্র আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমরা যদি বিগত ছাত্র আন্দোলনগুলোর দিকে একটু তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাব এই উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ বেনিয়াদের তাড়ানোর জন্যে ছাত্ররাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এরপর ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে একমাত্র ছাত্ররাই ছিল আন্দোলনের একমাত্র প্রাণবিন্দু। দেশ ও জাতির অতন্ত্র প্রহরী হিসেবেই হোক, নির্ভিক কাণ্ডারী হিসেবেই হোক— একমাত্র ছাত্ররাই বিভিন্ন আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

আজ আমাদের দেশ স্বাধীন। এখন যদি কোন আন্দোলনের প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে সে আন্দোলন হবে দেশ গড়ার আন্দোলন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার সকলের চোখের সামনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একটা একটা করে তাজা তাজা প্রাণ ঝরে যাচ্ছে কি জানি এক আন্দোলনের নামে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অচল হয়ে পড়ছে। সমাজ জীবনে "সন্ত্রাস" অতীতের সকল রেকর্ড ভংগ করেছে। দেশের শিক্ষিত বিবেকের হাতে আজ কলমের পরিবর্তে পিস্তল, স্টেনগান হীন স্বার্থের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত বা দলগত সফলতার গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এখন ছাত্র সমাজ। কিন্তু কেন? অবশ্যই আশা করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে সরকার, প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বুদ্ধিজীবীসহ সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশকে সামনে রেখে, দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করবেন।

—মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল।